স্টেকহোলডারদের নীতিমালার সারসংক্ষেপ ১

সহব্যবস্থাপনার ঝুঁকি সমূহ উত্তোরণের উপায়

পটভূমিঃ

স্টেকহোলডারদের নীতিমালার এই সারসংক্ষেপটিতে তিনটি প্রকল্প এলাকায়[১] মাচ্ এর সাথে জড়িত সুবিধাভোগী প্রতিনিধিদের সহব্যবস্থাপনার ঝুঁকিসমূহ উত্তোরনের উপায় সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি নির্ধারনী চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে নারীদের জড়িত করার বিষয়টিও বলা হয়েছে। মাচ্ প্রকল্প এবং আমেরিকান সাহায্য সংস্থার আর একটি পরিবেশ প্রকল্প নি:সর্গ সাপোর্ট প্রকল্প যৌথভাবে মে ২০০৬ সালে শ্রীমঙ্গলে একটি সহব্যবস্থাপনা সপ্তাহের আয়োজন করে যেখানে কর্মশালার মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়বস্তু ভিত্তিক মতামত সংগ্রহ করা হয়। জড়িতব্যক্তিদের এই নীতিগত সারসংক্ষেপটিতে এবং সহব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, সমস্যা এবং ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপর এই সিরিজের আরও ৫টি সারসংক্ষেপে শুধুমাত্র মাচ্ প্রকল্প কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের মতামতের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা সরকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, আরএমও[২], এবং এফআরইউজি[৩] প্রতিনিধিরা। জড়িত ব্যক্তিদের মতামতের সংক্ষিপ্তরূপ এই সারসংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে ভবিষ্যতে এটি অনুশীলন করা, পরিকল্পনা করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নীতিনির্ধারণী, কর্মসূচী এবং প্রকল্প পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি তাদেরই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যারা সত্যিকারভাবে সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনার মধ্যে বসবাস করছে, তা বাস্তবায়ন করছে এবং নতুন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

সহব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ

১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত আরএমওদের যোগ্যতা বৃদ্ধির ওপর যেমন: তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, হিসাবসংরক্ষণ, নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা, আইনগত অধিকার সর্ম্পকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা, সভা এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা এবং স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প চলাকালীন অবস্থাতেই বিভিন্ন বিষয়ে দরকষাকষি/এডভোকেসী করা (যেমন দূষণ হ্রাস করা।)

২. ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার ফলে আরএমওরা কিছুটা হলেও তাদের দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পেরেছে। আয় বিধায়ক তহবিলের[৪] অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, দিবস উদ্‌যাপন ও প্রশিক্ষন আয়োজন শীর্ষক কর্মকান্ডে আরএমওদের সাথে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের যোগাযোগের সূচনা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে অনেকের আত্মবিশ্বাস ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. মাচ্ প্রকল্পের আওতায় রচিত সংবিধানে উল্লেখ আছে যে দলীয় রাজনীতি দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো যেন প্রভাবিত না হয়। সংবিধানে আরও সুনির্দ্দিষ্ট/পরিস্কার নিয়মনীতি অর্ন্তভূক্ত করতে হবে, যার উপর সামাজিক সংস্থাগুলো গুরুত্ব দিচ্ছে।

৪. আরএমও-র সাধারন সদস্যদের গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন গুগুত্বপূর্ন বিষয়ে অবহিত করা উচিত যেটি নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়। আরএমওরা স্থানীয় এনজিওদের সহায়তায় এসব তথ্য প্রচার করতে পারে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা যেমন, পোষ্টার, লোক সংগীত, নাটক এবং আলোচনায়।

৫. কোনো প্রধান ব্যবস্থার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরএমওদের স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে আলোচনা করা উচিত- যেমন খাজনা আদায়, মৎস্য শিকারের চুক্তি।

---

১. শ্রীমঙ্গলে হাইল হাওড়, তুরাগ বংশী নদী ও কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা, শেরপুরে কংশ-মালিঝি অববাহিকা।
২. রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ওর্গানাইজেশন বা সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সংগঠন।
৩. ফেডারেশন অব রিসোর্স ইউজারস গ্রুপ বা সম্পদ ব্যবহারকারী সংস্থার ফেডারেশন।
৪. বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরবর্তীকালে ব্যবহারের জন্য মাচ্ একটি আয়বিধায়ক তহবিলের ব্যবস্থা করেছে। যার দ্বারা এলজিসি এবং আরএমও গন জলাভূমির সম্পদ উন্নয়নের কাজ করতে পারবে। তহবিলটির তত্ত্বাবধানে দায়িত্বে থাকবে স্থানীয় সরকার কমিটি।

৬. আরএমও এবং স্থানীয় সরকার কমিটির (এলজিসি[৫]) মধ্যে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা থাকা দরকার। যেমন, এলজিসি যেভাবে আরএমওদের কার্যক্রম মনিটর করে সেভাবে আরএমওরাও এলজিসির কার্যক্রম মনিটর করার জন্য একটি রিপোর্ট কার্ড তৈরী করতে পারে এবং তা এলজিসি মিটিং-এ মাঝে মাঝে উপস্থাপন করতে পারে।

৭. স্থানীয় সরকার কমিটির (এলজিসি) মাচ্ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আয় বিধায়ক তহবিল দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এলজিসির অনিয়মের বা বিলম্বের ক্ষেত্রে আরএমও-এর জরুরী তহবিল গঠন করার অধিকার থাকা উচিত যা কোনো একটি বিকল্প উৎস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে যাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ঠিক সময় করা যায়। এলজিসির প্রেসিডেন্ট এবং সদস্য সচিবকে তা অবহিত করতে হবে। এলজিসির গাইড লাইনে এই নিয়মটি শর্ত হিসাবে অর্ন্তভূক্ত থাকা দরকার।

৮. স্থানীয় সরকার কমিটির অর্ন্তভূক্ত বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বকারী দল পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে এলজিসির মধ্যে সমন্বয় টিকিয়ে রাখবে। সরকারী কর্মকর্তা, নির্বাচিত চেয়ারপার্সন এবং আরএমও প্রতিনিধিদের একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে কমিটিকে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করা উচিত।

৯. আরএমও স্থানীয় সরকার কমিটির সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং তথ্য প্রদান করবে। যে কোনো সংকটের সময় তারা স্থানীয় সরকার কমিটির কর্মকর্তাদের এবং নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সাহায্য চাইবে।

১০. এলজিসির সদস্য সচিব যে কোনো নতুন সরকারী কর্মকর্তাকে এলজিসিতে যোগদানের সময় এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁর দ্বায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দিবেন।

১১. যে কোনো নতুন কর্মকর্তা যে এলজিসিতে যোগদান করছে, মৎস বিভাগ তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে নির্দেশ দিবে এবং তার দায়িত্বের তালিকায় সে-সব বিষয় অর্ন্তভূক্ত করবে।

১২. আরএমওরা যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জলাভূমি সংক্রান্ত যে কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রন করবে, যেমন-বিশ জলাভূমি দিবস বা পরিবেশ দিবসে।

সহব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সমূহ মোকাবেলা

১৩. বর্তমানে মাচ প্রকল্প এলাকার কোনো এলজিসিতেই নারীর প্রতিনিধিত্ব নেই। বাস্তবায়নকারী প্রকল্পের মেয়াদকালেই এলজিসিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. মাচ্ প্রকল্প এলাকায় আরএমও এবং এফআরইউজিতে নারীর অংশগ্রহণ কম এবং সেখানে কোনো উর্ধতন নেতৃস্থানীয় পদে নারীর অস্তিত্ব নেই, যেমন প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী। প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের আরএমও-র সহায়তায় মনোনিবেশ করা উচিত কীভাবে আরএমও এবং এফআরইউজিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো যায় এবং তাদের সামনের নেতৃত্বে নিয়ে আসা যায়।

১৫. আরএমওর কাছ থেকে প্রকল্প সহায়তা চাইবে কিভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। উপরন্তু, প্রকল্প থেকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীর অংশগ্রহনের সুবিধাগুলো সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত।

১৬. অংশগ্রহণকারী মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেমন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ, আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং জেন্ডার ইস্যু এবং সমাজ ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ নিজেদের প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টি করা। একই সাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মাছ ধরা ছাড়া অন্য বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ চালু করতে হবে।

১৭. মহিলাদের প্রকল্প থেকে আলাদা তথ্য বিতরণের জন্য আলাদা প্যাকেজ কর্মসূচী থাকতে হবে এবং যেন সকল ধরনের তথ্য মহিলারা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৮. আরএমও-তে মহিলাদের জড়িত করতে হবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যেমন, পোনা ছাড়া, মাছ ধরা এবং তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, বিভিন্ন সাবকমিটিতে যেমন গাছ পাহারা দেয়া, মাটির কাজ করা। অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সরকার মহিলা গ্রুপের মাধ্যমে জেলেদের কাছে ইজারা দিতে পারে।

১৯. প্রকল্পের যোগাযোগ বিভাগ থেকে মহিলাদের সাফল্যের বিষয়ে প্রচারণা চালানো উচিত যাতে তাদের কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

---

৫. মাচ্ আনুষ্ঠানিকভাবে আরএমও ও এফআরইউজি-গুলিকে এলজিসি (স্থানীয় সরকার কমিটি) গুলির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার এর সাথে সংযোগ সাধনের জন্য কাজ করছে। এর সদস্যদের মধ্যে একটি উপজেলার আরএমও ও এফআরইউজি-গুলির নেতাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের সংশি ষ্ট চেয়ারম্যানগণ এবং উপজেলা পর্যায়ের সংশি ষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছে।

USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
মাচ্ হেডকোয়ার্টার
বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬
URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net